بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৯শে আগষ্ট, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করেন। এরপর জার্মানির বার্ষিক জলসার উল্লেখ করে পাকিস্তান, ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আজ আমি আরো কিছু ঘটনা বর্ণনা করব। মহানবী (সা.) **হযরত আত্তাব বিন উসায়েদ (রা.)**-কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। এছাড়া **হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)**-র প্রতি মক্কাবাসীর ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত আত্তাব (রা.) এবং তার পিতা মক্কাবিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোরশত্রু ছিলেন। মক্কাবিজয়ের দিন হযরত বেলাল (রা.)-র আযান শুনে হযরত আত্তাব (রা.) বলেছিলেন, ভাগ্যিস আমার পিতা এ আযান শ্রবণের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। যাহোক মক্কাবিজয়ের দিন হযরত আত্তাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) তাকে মক্কার গর্ভনরও নিযুক্ত করেন আর আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। মূলত মহানবী (সা.) হযরত আত্তাব (রা.)-র পিতাকে মক্কার গর্ভনর হিসেবে স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে তো মক্কাবিজয়ের পূর্বেই মারা গিয়েছিল, তাই তার পুত্র আত্তাব (রা.)-র দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর এ স্বপ্ন পূর্ণ হয়।

মক্কা থেকে হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) শওয়াল মাসের ৬ তারিখে যাত্রা শুরু করে ১০ তারিখে হুনায়েন প্রান্তরে পৌঁছেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সহযাত্রী হিসেবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন **হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) বা হযরত মায়মুনা (রা.)** ছিলেন। মুসলমানদের সংখ্যা যদিও কাফিরদের সংখ্যার চেয়ে কম ছিল, কিন্তু পূর্বের যে কোনো যুদ্ধাভিযানের চেয়ে এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক ছিল। যুদ্ধবিশারদরা লিখেছেন, মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১২ হাজার যাদের মাঝে ১০ হাজার মদীনা থেকে মক্কাবিজয় অভিযানে এসেছিলেন এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ছিল মক্কাবাসী।

হুনায়েনের যাত্রাপথে **যাতে আনোয়াত** নামে একটি গাছ ছিল যেটিকে মুশরিকরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত এবং সেখানে তরবারি ঝুলিয়ে রাখা ছাড়াও নানা ধরনের কুসংস্কারমূলক কাজ করত। এ স্থান অতিক্রম করার সময় মক্কার কিছু নতুন মুসলমান মহানবী (সা.)-এর কাছে এরূপ একটি গাছ নির্ধারণ করতে অনুরোধ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহু আকবার। তোমরা তো সেই কথাই বললে যা মূসার জাতি তাঁকে বলেছিল যে, হে মূসা! আমাদের জন্য এরূপ কোনো উপাস্য তৈরি করে দাও যেমনটি অস্বীকারকারীদের রয়েছে। নিশ্চয় তোমরা এক অজ্ঞ জাতি।** বর্ণিত হয়েছে, ২ হাজার পুরোনো মুসলমানের সাথে মক্কার কিছু নতুন মুসলমান নারী-পুরুষও এই যুদ্ধাভিযানে এসেছিলেন, যারা না ঈমানে দৃঢ় ছিলেন আর না যুদ্ধের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া কিছু অমুসলিমও অংশগ্রহণ করেছিল যেন তারা মুসলমানদের সাথে কী ঘটে আর যুদ্ধের ফলাফল কী হয় তা দেখতে পারে। এদের সংখ্যা ৮০ জনের মতো ছিল। প্রকৃত অর্থে তাদের চিন্তা ছিল, যদি মুসলমানরা জয় লাভ করে তাহলে তারা মালে গণিমতের অংশ পাবে। আর কিছু দুষ্ট প্রকৃতির এমন লোকও ছিল যারা এই মন্দ অভিপ্রায়ে গিয়েছিল যে, যদি সুযোগ পায় তাহলে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করে নিজেদের প্রতিশোধ নিবে।

যাহোক, ৩ দিন, মতান্তরে ৫ দিন সফর করে মুসলমান সেনাবাহিনী হুনায়েন উপত্যকায় পৌঁছে। **হযরত সাহল** (রা.) বর্ণনা করেন, হুনায়েনের যাত্রাপথে মাগরিবের নামাযের সময় হলে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়েছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে বলে, বনু হাওয়াযিন গোত্র নিজেদের পরিবারের সদস্যদের এবং গবাদিপশু নিয়ে একত্রিত হয়েছে। মহানবী (সা.) মুচকি হেসে বলেন, **আনন্দিত হও! আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ এগুলো মালে গণিমত হিসেবে আমাদের হস্তগত হবে।** এরপর তিনি (সা.) বলেন, আজ রাতে কে আমাদের পাহাড়া দিবে? **হযরত আনাস বিন আবী মুরসাল (রা.)** নিজেকে উপস্থাপন করলে তিনি (সা.) বলেন, অমুক উপত্যকায় যাও এবং সতর্ক থেকো যেন আমরা প্রতারিত না হই। মহানবী (সা.) ফজরের নামায পড়ার পর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, **আনন্দিত হও! তোমাদের অশ্বারোহী বাহিনী চলে এসেছে** আর আনাস (রা.)-কে বলেন, **তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে গেছে।**

কাফির সেনাপতি মালিক বিন অওফ হুনায়েন উপত্যকায় তিনজন গুপ্তচরকে পাঠিয়েছিল যেন তারা মুসলমানদের সংবাদ নিয়ে যেতে পারে। তারা মুসলমানদের পর্যবেক্ষণ করে ফেরত গিয়ে বলে, **আমরা ঘোড়ায় আরোহিত সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদের দেখেছি। যদি যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা তাদের সাথে কিছুই করতে পারব না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসীদের সাথে কীভাবে লড়াই করব? কাজেই তোমরা ফেরত চলে যাও।** একথা শুনে মালিক বিন অওফ তাদেরকে গালমন্দ করে এবং আরেকজন সাহসি ব্যক্তিকে পুনরায় প্রেরণ করে। সেও দ্রুত ফেরত আসে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যে, **আমাদের জন্য এখান থেকে পিছু হটাই শ্রেয় হবে।** তবে মালিক বিন অওফ তাদের কথা মানে নি। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়ে ছিল। সে হঠাৎ দ্রুততার সাথে উটে চড়ে পালাতে থাকে। মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, **সে গুপ্তচর, তাকে হত্যা করো।** হযরত ইবনে আকওয়া (রা.) তাকে দৌড়ে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। তিনি (সা.) বলেন, তার সম্পদ ইবনে আকাওয়াই পাবে।

উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে শত্রুদের সংখ্যা ছিল মোট ৩০ হাজার, যাদের মাঝে যোদ্ধা সৈনিক ছিল ২০ হাজার আর বাকি তাদের পরিবারের সদস্যরা। হুনায়েন উপত্যকায় অনেকগুলো ঘাঁটি ছিল। মালিক বিন অওফ সেসব ঘাঁটিতে সেনা সদস্যদের ঘাপটি মেরে বসিয়ে রেখেছিল যেন তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। কাফিরদের সারিবিন্যাসে প্রথমে অশ্বারোহীরা, তাদের পেছনে পদাতিক বাহিনী, এরপর উটে আরোহিত তাদের স্ত্রী সন্তানরা, এরপর গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ ছিল। এর বিপরীতে মহানবী (সা.) বনু সুলায়েমের এক হাজার অশ্বারোহী সামনে রাখেন এবং এর নেতৃত্বভার প্রদান করেন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-র ওপর। মহানবী (সা.) মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে পাশাপাশি তিনভাগে ভাগ করেন যার মধ্যবর্তী দলটিতে তিনি স্বয়ং ছিলেন। অতঃপর মুহাজির ও আনসারের মাঝে পতাকা বণ্টন করেন।

হুনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে যুদ্ধ হয়েছে। প্রথমত, মুসলমানরা সেখানে প্রবেশ করেন এবং তাদেরকে দেখে শত্রুরা পিছু হটে যায় আর এভাবে মুসলমানরা প্রাথমিকভাবে জয় লাভ করে। এরপর তারা মালে গণিমত সংগ্রহ করতে থাকেন। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই মুসলমানদের ওপর কাফিরদের দক্ষ তিরন্দাজরা হঠাৎ করেই বর্ষার মতো তির নিক্ষেপ করতে থাকে যার ফলে মহানবী (সা.) এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী ছাড়া বাকি মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পিছু হটে। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত যে, মক্কা থেকে যেসব মুনাফিক বা

অ-মুসলমান এসেছিল তারা পলায়ন করছিল; তাদের পাশাপাশি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের বাহনগুলো বা তারা নিজেরাও হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে পিছু হটে গিয়েছিলেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য মুসলমানরা ভড়কে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাথে অবস্থানকারী কিছু সাহাবী অটল ও অবিচল থাকেন। মুসলমানদেরকে নিজের কাছে একত্রিত হতে এবং অবিচলতা প্রদর্শনের ঘোষণা দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, **আমি আল্লাহ্‌র নবী এবং আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র**। এরপর মুসলমানরা পুনরায় একত্রিত হন এবং কাফিরদেরকে পরাজিত করেন। হুযূর (আই.) বলেন, অবশিষ্ট ঘটনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এরপর হুযূর (আই.) জার্মানির বার্ষিক জলসার সূচনার কথা উল্লেখ করে সেখানকার সকল অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনাদের দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে জলসার উদ্দেশ্য পূরণের তৌফিক দেন আর কেবলই জাগতিক মেলা মনে করে একত্রিত না হয়ে এ দিনগুলোতে নিজেদের জ্ঞানগত, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে পরিণত করে স্থায়ীভাবে অগ্রসরের অঙ্গীকার করুন এবং এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এ দিনগুলো বিশেষভাবে যিক্‌রে এলাহী এবং দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। নিজেদের জন্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এবং জামা'তের উন্নতি ও সব ধরনের বিরোধীর দুষ্কৃতির হাত থেকে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার জন্য দোয়া করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, পাকিস্তানের জন্যও দোয়া করুন। পাকিস্তানে প্রতিদিন কোনো না কোনো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত বিরোধীদের ধৃত করার ব্যবস্থা করুন। সাধারণভাবে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। বিশ্ববাসী নিজেদের অপকর্মের কারণে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে রক্ষা করুন। ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দোয়া করুন। ইসরাঈলীদের নিপীড়ন ও নির্যাতনমূলক আচরণ সীমাতিক্রম করেছে। সম্পদ এবং ক্ষমতার নেশায় তারা অহংকার ও অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। মুসলমান দেশগুলোও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তারা কিছু করতে না পারলে কমপক্ষে তাদের নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে খোদার দিকে অবনত হওয়া উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন। অনুরূপভাবে মুসলমানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখুন। এখন আমাদের আহমদীদের কাজ হলো, যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই তাদের সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করা। এছাড়া বিশেষভাবে দোয়া করুন এবং বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে থাকুন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত]